গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-২
www.sylhetdiv.gov.bd

বিষয়: বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মে ২০২৬ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি		মোঃ মশিউর রহমান কমিশনার
সভার তারিখ	:	২১ মে ২০২৬ খ্রি.
সভার সময়	:	সকাল ১১:৩০ টা
স্থান	:	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট-এর সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	উপস্থিতি তালিকা সংযুক্ত (পরিশিষ্ট-ক)

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় নবযোগদানকৃত ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ ড. মো: জিল্লুর রহমান-কে সিলেট বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানানো হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিভাগের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও সুদৃঢ়করণে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়। সভাপতির অনুরোধক্রমে অত্র কমিটির সদস্য-সচিব ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। গত সভার কার্যবিবরণীতে কোনো প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২। সভায় গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

০৩। সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা:

সিলেট বিভাগের মার্চ ২০২৬ ও মার্চ ২০২৫ মাসের তুলনামূলক অপরাধ পরিসংখ্যান নিম্নরূপ: (পরিশিষ্ট-খ)

বিভিন্ন অপরাধ	এসএমপি সিলেট		সিলেট জেলা		সুনামগঞ্জ জেলা		হবিগঞ্জ জেলা		মৌলভীবাজার জেলা		বিভাগের মোট	
	মার্চ ২০২৬	মার্চ ২০২৫	মার্চ ২০২৬	মার্চ ২০২৫	মার্চ ২০২৬	মার্চ ২০২৫	মার্চ ২০২৬	মার্চ ২০২৫	মার্চ ২০২৬	মার্চ ২০২৫	মার্চ ২০২৬	মার্চ ২০২৫
মোট	**২২০**	**১৭৭**	**২৪৯**	**২৫২**	**২০৬**	**১৮৮**	**১৭৯**	**১৭৬**	**১৬১**	**১৮৭**	**১০১৫**	**৯৮০**

সিলেট বিভাগের এপ্রিল ২০২৬ ও এপ্রিল ২০২৫ মাসের তুলনামূলক অপরাধ পরিসংখ্যান নিম্নরূপ: (পরিশিষ্ট-গ)

বিভিন্ন অপরাধ	এসএমপি সিলেট		সিলেট জেলা		সুনামগঞ্জ জেলা		হবিগঞ্জ জেলা		মৌলভীবাজার জেলা		বিভাগের মোট	
	এপ্রিল ২০২৬	এপ্রিল ২০২৫	এপ্রিল ২০২৬	এপ্রিল ২০২৫	এপ্রিল ২০২৬	এপ্রিল ২০২৫	এপ্রিল ২০২৬	এপ্রিল ২০২৫	এপ্রিল ২০২৬	এপ্রিল ২০২৫	এপ্রিল ২০২৬	এপ্রিল ২০২৫
মোট	**২১৮**	**১৫৬**	**২৫৯**	**১৯৬**	**১৭০**	**১৪৪**	**১৫১**	**১৫০**	**১৬৫**	**১৯১**	**৯৬৩**	**৮৩৭**

মার্চ মাসের অপরাধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:
মার্চ ২০২৬ মাসে সিলেট বিভাগে মোট ১,০১৫টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যা মার্চ ২০২৫ মাসের ৯৮০টির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। বিশেষ করে প্রাণহানি/অপমৃত্যু, খুন, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ ও চুরির মতো অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং আহতের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এসএমপি সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলায় মোট অপরাধের সংখ্যা মার্চ ২০২৫ মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে হবিগঞ্জ জেলায় প্রায় স্থিতিশীল এবং সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় সামান্য হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। তবে প্রায় সব জেলাতেই প্রাণহানি/অপমৃত্যু ও চুরির ঘটনায় ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

এপ্রিল মাসের অপরাধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ:
এপ্রিল ২০২৬ মাসে সিলেট বিভাগে মোট ৯৬৩টি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, যা এপ্রিল ২০২৫ মাসের ৮৩৭টির তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে প্রাণহানি/অপমৃত্যু, খুন, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, চুরি ও ধর্ষণের মতো অপরাধের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। বিপরীতে আহত এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে এসএমপি সিলেট, সিলেট জেলা ও সুনামগঞ্জ জেলায় মোট অপরাধের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, হবিগঞ্জ জেলায় অপরাধের ঘটনা প্রায় স্থিতিশীল রয়েছে এবং মৌলভীবাজার জেলায় সামান্য হ্রাস পেলেও কিছু নির্দিষ্ট

অপরাধের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

<table>
<tr><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ</th></tr>
<tr><td>১. গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:
মার্চ ২০২৬ মাসের বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:
<table><tr><th>সভার তারিখ</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার</th></tr><tr><td>১২ মার্চ ২০২৬</td><td>৩৪টি</td><td>৩৩টি</td><td>৯৭.০৫%</td></tr></table></td><td>মার্চ ২০২৬ মাসের সভায় গৃহীত মোট ৩৪টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৩৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সভাপতি কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</td><td>বিভাগীয় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সদস্যবৃন্দ</td></tr>
<tr><td rowspan="4">২. অপরাধ দমন সংক্রান্ত:
সভায় জানানো হয় যে, মার্চ ও এপ্রিল ২০২৬ মাসে সিলেট বিভাগে সংঘটিত মোট অপরাধের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, খুন ও ধর্ষণ-জাতীয় গুরুতর অপরাধের পরিসংখ্যান বিশদভাবে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়।

মার্চ ও এপ্রিল ২০২৬ মাসে হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলায় কয়েকটি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভাকে অবহিত করা হয় যে, সংঘটিত ডাকাতিগুলো একটি সংঘবদ্ধ চক্রের কাজ বলে চিহ্নিত হয়েছে এবং চলতি মাসের মধ্যেই উক্ত মামলাসমূহের মধ্যে যেগুলো এখনও সনাক্ত হয়নি সেগুলো সনাক্ত করা সম্ভব হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

চাঁদাবাজির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মার্চ ও এপ্রিল উভয় মাসেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে এপ্রিল ২০২৬ মাসে এসএমপি এলাকায় চাঁদাবাজির ঘটনা তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোবাইল ফোন ছিনতাই-জাতীয় মামলাসমূহ চাঁদাবাজি হিসেবে রুজু হয়েছে এবং উৎসবকেন্দ্রিক সময়ে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতোমধ্যে বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রেও উভয় মাসের তুলনামূলক চিত্র সভায় উপস্থাপন করা হয়।

খুনের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এপ্রিল মাসে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা মার্চ মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে হবিগঞ্জ জেলায় এপ্রিল</td><td>২.১: ডাকাতি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজি-জাতীয় সংঘবদ্ধ অপরাধ প্রতিরোধে গোয়েন্দা নজরদারি ও বিশেষ অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং তদন্তাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট
২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট</td></tr>
<tr><td>২.২: হত্যাকাণ্ডসহ গুরুতর অপরাধের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত, গ্রেফতার ও তদন্ত সম্পন্ন করে আইনের আওতায় আনতে হবে।</td><td>১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট
২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট</td></tr>
<tr><td>২.৩: অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট
২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট
৩. অধিনায়ক, র‌্যাব-৯, সিলেট</td></tr>
<tr><td>২.৪: সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে মাদক ও চোরাচালানপণ্য প্রবেশ রোধে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক শক্তিশালী এবং যৌথ অভিযান পরিচালনা করতে হবে।</td><td>১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট
২. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট
৩. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল
৪. অধিনায়ক, র‌্যাব-৯, সিলেট</td></tr>
</table>

মাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডসমূহ বিশেষ পর্যালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, সংঘটিত হত্যাকাণ্ডসমূহের সিংহভাগই তুচ্ছ ঘটনা, পারিবারিক বিরোধ, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ এবং মাদকাসক্তি-জনিত কারণে সংঘটিত হয়েছে। হবিগঞ্জ জেলায় সংঘটিত হত্যা মামলাসমূহের অধিকাংশই ইতোমধ্যে ডিটেক্ট করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট মামলাসমূহ তদন্তাধীন রয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলায় এপ্রিল মাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডসমূহের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত, পারিবারিক ও মাদক-সংশ্লিষ্ট ঘটনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তদন্ত কার্যক্রম দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। সভায় আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে র‍্যাব-৯ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়েও আলোচনা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, র‍্যাব-৯ কর্তৃক এপ্রিল ২০২৬ মাসে পরিচালিত অভিযানের সংখ্যা মার্চ ২০২৬ মাসের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিচালিত অভিযানসমূহে শটগান, এয়ারগান, কার্তুজ, বিস্ফোরক জেল, ফেনসিডিল, ইয়াবা, দেশি ও বিদেশি মদ এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। সভায় আরও অবহিত করা হয় যে, সিলেট বিভাগের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ অঞ্চল গাঁজা ও ফেনসিডিল চোরাচালানের অন্যতম রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত শ্রীমঙ্গল, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে এ চোরাচালান সংঘটিত হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি অনলাইন জুয়া ও সাইবার অপরাধের প্রবণতা সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বিষয়ে বিশেষ নজরদারি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।		
৩. সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত: সভায় সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় যে, সিলেট বিভাগের কোথাও মার্চ ও এপ্রিল ২০২৬ মাসে কোনো পুশইন সংক্রান্ত ঘটনা ঘটেনি। সীমান্ত এলাকায় টহল ও নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পুলিশি টহলও জোরদার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। পুশইন প্রতিরোধে চলমান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও সর্বোচ্চ সতর্কতা অব্যাহত রাখার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। সীমান্ত দিয়ে অবৈধ গরু ও মহিষ চোরাচালান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে এ প্রবণতা বাড়তে	**৩.১:** সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি'র টহল ও গোয়েন্দা কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	১. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট ২. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল
	৩.২: আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহাকে সামনে রেখে সীমান্ত দিয়ে অবৈধ গরু-মহিষ অনুপ্রবেশ রোধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট ৩. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল ৪. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)

পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে সীমান্তবর্তী হাটবাজারে নজরদারি বৃদ্ধি ও অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ গবাদিপশু চোরাচালান প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও তৎপর হওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি বড়লেখা ও গোয়াইনঘাট সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফ-এর সাম্প্রতিক উত্তেজনাকর ঘটনার প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক গৃহীত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ইমামদের সম্পৃক্ত করে চোরাচালানের ধর্মীয় ও সামাজিক কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি সমাজে চোরাচালানবিরোধী ইতিবাচক জনমত গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত ভূমিকার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়।	**৩.৩:** সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে স্থানীয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ইমামদের সম্পৃক্ত করে চোরাচালানের ধর্মীয় ও সামাজিক কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ২. পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট
৪. সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও আত্মহত্যা প্রতিরোধ সংক্রান্ত: সভায় গভীর উদ্বেগের সঙ্গে জানানো হয় যে, মার্চ মাসের তুলনায় এপ্রিল মাসে আত্মহত্যার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক অস্থিরতা, পারিবারিক বিরোধ এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়কে এই প্রবণতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আত্মহত্যা প্রতিরোধে ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুমার খুতবা এবং ধর্মীয় সমাবেশের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানোর ওপর সভায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্য সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি, ধর্ষণ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মার্চ এবং এপ্রিল মাসে বেশ কিছু মামলা রুজু হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলায় এ-জাতীয় ঘটনার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় জানানো হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রেমের সম্পর্ক জনিত বিষয় পরবর্তীতে মামলায় রূপ নেয়। এর ফলে তদন্তে অনেক সময়	**৪.১:** আত্মহত্যা প্রতিরোধে ধর্মীয় ও নৈতিক প্রচারণা জোরদার করতে হবে এবং জুমার খুতবায় বাস্তবমুখী সামাজিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ২. পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সিলেট বিভাগ
	৪.২: ধর্ষণ ও নারী-শিশু নির্যাতন মামলাসমূহ যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত চার্জশিট দাখিল ও বিচার নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট
	৪.৩: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও পারিবারিক মূল্যবোধ-ভিত্তিক কার্যক্রম এবং অভিভাবকদের জন্য প্যারেন্টিং সচেতনতামূলক সভা আয়োজন করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ২. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা, সিলেট অঞ্চল, সিলেট

লেগে যায় এবং প্রকৃত পরিস্থিতি সাধারণ মানুষের কাছে ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। এই ধরনের ঘটনায় গণমাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনের সময় সঠিক বিষয় মিডিয়ায় প্রকাশের জন্য সভাপতি, সিলেট প্রেসক্লাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা প্রদান, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কিশোর-কিশোরীদের মানসিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর সভায় বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়।	**৪.৪:** নারী ও শিশু নির্যাতন বা সংবেদনশীল ঘটনার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনের সময় সঠিক তথ্য প্রকাশ ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার বিষয়ে সংবাদকর্মীদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ২. সভাপতি, সিলেট প্রেসক্লাব, সিলেট
৫. ছিনতাই, চুরি ও আবাসিক হোটেল-কেন্দ্রিক অপরাধ প্রতিরোধ সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে, সিলেট মেট্রোপলিটন এলাকায় সম্প্রতি ছিনতাইকেন্দ্রিক ঘটনার প্রবণতা বেড়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বহিরাগত একটি চক্র বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে অবস্থান করে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত করছে। এ পরিস্থিতিতে আবাসিক হোটেলে অতিথি অভ্যর্থনার সময় জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে যথাযথ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে হোটেল প্রতিনিধিদের সঙ্গে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার সভায় অবহিত করেন। এ সংক্রান্ত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি অফিসসমূহ থেকে ল্যাপটপ, আইপিএস ও সিসিটিভি ক্যামেরাসহ মূল্যবান সামগ্রী চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি সভায় জানানো হয় যে, গত তিন মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ট্রান্সফরমার চুরি হয়েছে, যা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আসন্ন ঈদুল আযহার ছুটিকালীন সরকারি দপ্তর ও আবাসিক এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।	**৫.১:** সিলেট মহানগরীর আবাসিক হোটেলসমূহে অতিথি অভ্যর্থনার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	১. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট
	৫.২: ছিনতাই প্রবণ এলাকাসমূহে মোবাইল টিম, স্ট্রাইকিং ফোর্স ও সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে এবং পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটিতে বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ৩. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট
	৫.৩: ট্রান্সফরমারসহ সরকারি দপ্তরের মূল্যবান সামগ্রী চুরি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ৩. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ৪. প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট
	৫.৪: দপ্তরপ্রধানদের নিজ নিজ দপ্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষত ঈদকালীন ছুটিতে সরকারি দপ্তর ও আবাসিক এলাকার নিরাপত্তায় সার্বক্ষণিক সিসিটিভি মনিটরিং নিশ্চিত এবং টহল কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ৩. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ৪. সিলেট বিভাগের সকল দপ্তরের দপ্তরপ্রধান

৬. সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে, পবিত্র ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে মহাসড়কে যানবাহনের চাপ অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ঈদের পর সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনাও বৃদ্ধি পায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘরমুখী ও ফিরতি মানুষের যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রাখতে এবং সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০ মে থেকে আগামী ৬ জুন পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়ক ও সংলগ্ন এলাকায় নির্দিষ্ট সংখ্যক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে। এসময় নিয়োগকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করে অতিরিক্ত গতি, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও যাতায়াতে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভায় সিলেট মহানগরীর হুমায়ুন রশিদ চত্বর থেকে চন্ডীপুল অংশে চলমান আরসিসি ঢালাই কাজের কারণে যান চলাচলে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এক পাশে কাজ চলমান থাকলেও অন্য পাশ দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যত দ্রুত সম্ভব সড়কটি চলাচল উপযোগী করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মহাসড়কে সিএনজি অটোরিকশা ও থ্রি হুইলার চলাচল বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মৌলভীবাজার জেলার মির্জাপুর থেকে শ্রীমঙ্গল অংশের সড়কের বেহাল অবস্থা নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। জনদুর্ভোগ কমাতে দ্রুত সংস্কার কাজ শেষ করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। এছাড়া হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার আন্তঃজেলা বাস চলাচল নিয়ে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা আপাতত নিরসন হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ী সমাধানের জন্য ঈদের পর মালিক সমিতির সঙ্গে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা করে বিষয়টি নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও অবহিত করা হয়।	**৬.১:** পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটির পূর্বে মহাসড়কের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক জোন, সওজ, সিলেট
	৬.২: মহাসড়কে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ৩. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ৪. পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, সিলেট রিজিয়ন
	৬.৩: হুমায়ুন রশিদ চত্বর থেকে চন্ডীপুল অংশে চলমান আরসিসি ঢালাই কাজ দ্রুত সম্পন্ন এবং একপাশে যান চলাচল উপযোগী রাখা নিশ্চিত করতে হবে। এ অংশের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনে এসএমপি'র সমন্বয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে।	১. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ২. জেলা প্রশাসক, সিলেট ৩. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক জোন, সওজ, সিলেট
	৬.৪: মৌলভীবাজার জেলার মির্জাপুর হতে শ্রীমঙ্গল অংশে সড়ক সংস্কারের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার ২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক জোন, সওজ, সিলেট
	৬.৫: হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার আন্তঃজেলা বাস চলাচল সংক্রান্ত বিরাজমান সংকটের দীর্ঘমেয়াদি সমাধানে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও পরিবহন মালিক সমিতির সঙ্গে ঈদ-পরবর্তী সময়ে সমন্বিত সভা আয়োজন করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার ২. উপপরিচালক (ইঞ্জি:), বিভাগীয় বিআরটিএ কার্যালয়, সিলেট ৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন মালিক, সমিতি, হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার
৭. মোবাইল কোর্ট ও বাজার মনিটরিং সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে, মার্চ ও এপ্রিল ২০২৬ মাসে সিলেট বিভাগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জরিমানা আদায় করা হয়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল পণ্য প্রতিরোধ, পরিবেশ সুরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় মোবাইল	**৭.১:** তফসিলভুক্ত সকল আইনে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)

কোর্টের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। তবে এসব কার্যক্রম যেন কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, সে বিষয়েও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এ লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত তফসিলভুক্ত সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সভায় এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম প্রতিরোধ এবং ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়। এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রয়ের সময় ভোক্তাদের বাধ্যতামূলকভাবে রশিদ প্রদান, নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দাম আদায় বন্ধ এবং সিলিন্ডারে নির্ধারিত পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি এলপিজি সরবরাহ ও বিক্রয় ব্যবস্থায় নিয়মিত তদারকির প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়। এছাড়া আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও কৃত্রিম সংকট প্রতিরোধে বাজার মনিটরিং আরও জোরদার করা এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	**৭.২:** এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রয়ে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত আদায়, অবৈধ মজুত ও কৃত্রিম সংকট প্রতিরোধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে এবং ভোক্তা পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে রশিদ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)
	৭.৩: পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে বাজার মনিটরিং জোরদার ও ভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ২. উপপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, সিলেট
৮. কৃষিজমির টপ-সয়েল কর্তন ও অবৈধ বালু-পাথর উত্তোলন প্রতিরোধ সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে, কৃষিজমির টপ সয়েল কর্তন প্রতিরোধে জেলা প্রশাসনের নিয়মিত মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং এ ধরনের অপরাধ দমনে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী নদীগুলো থেকে অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন প্রতিরোধের বিষয়টি সভায় গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে নদী, পরিবেশ ও আশপাশের জনবসতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে উল্লেখ করে অবৈধ উত্তোলনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে নজরদারি আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়।	**৮.১:** কৃষিজমির টপ-সয়েল কর্তন প্রতিরোধে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কারাদণ্ডসহ কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)
	৮.২: সীমান্তবর্তী নদীসমূহ হতে অবৈধ বালু-পাথর উত্তোলন প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান, নজরদারি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত রাখতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট ৩. সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল ৪. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ৫. পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ

সভায় হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর, চুনারুঘাট ও বাহুবল উপজেলায় অবৈধভাবে সিলিকা বালি উত্তোলন ও পাচারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ করা হয় যে, একটি সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন ধরে কৌশলে বিভিন্ন বালুমহাল, নদী, পাহাড়ি এলাকা ও চা বাগান এলাকা থেকে অবৈধভাবে সিলিকা বালি উত্তোলন করছে, যার ফলে পরিবেশ ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে। এছাড়া অবৈধ বালি উত্তোলন বন্ধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা, যৌথবাহিনীর অভিযান এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের দণ্ডাদেশের বিষয়টিও সভায় তুলে ধরা হয়। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, অবৈধ বালু উত্তোলন ও পরিবহনে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রশাসনিক নজরদারি জোরদার এবং বালুমহালসমূহে কার্যকর মনিটরিং নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	**৮.৩:** হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর, চুনারুঘাট এবং বাহুবল উপজেলায় মূল্যবান সিলিকা বালি অবৈধভাবে উত্তোলন ও পাচার বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ
৯. জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সন্ত্রাস, মাদক ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম জোরদারকরণ: সভায় উল্লেখ করা হয় যে, জেলা পর্যায়ে সন্ত্রাস, মাদক ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে অনিয়মিত এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে এ-জাতীয় কমিটির অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক জনপ্রতিনিধিই অবহিত নন বলে প্রতীয়মান হয়। প্রান্তিক পর্যায়ে এ কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে এবং থানা পর্যায়ে মামলার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা প্রশাসক অথবা প্যানেল চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে প্রতি মাসে এ-সংক্রান্ত সভা বাধ্যতামূলকভাবে আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	**৯.১:** জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সন্ত্রাস, মাদক ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে এবং বিশেষত ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে কার্যক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান/প্রশাসক/প্যানেল চেয়ারম্যানদের সম্পৃক্ত করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)

১০. ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে, বর্তমানে সিলেট বিভাগের হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা একেবারে না থাকলেও আসন্ন বর্ষা মৌসুমকে সামনে রেখে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে ইতোমধ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং এ কার্যক্রম আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে নিয়মিত মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা, মশার প্রজননস্থল শনাক্ত করে লার্ভা ধ্বংসে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও সভায় তুলে ধরা হয়।	**১০.১:** ডেঙ্গু প্রতিরোধে হাউজহোল্ড কার্যক্রম পরিচালনা, ওয়ার্ডভিত্তিক কমিটি ও সার্চ কমিটি গঠনপূর্বক লার্ভা ধ্বংস কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট ২. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ৩. পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিলেট বিভাগ, সিলেট
	১০.২: ডেঙ্গু প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা, মশক নিধন কার্যক্রম গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট ২. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ৩. পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিলেট বিভাগ, সিলেট
১১. পবিত্র ঈদুল আযহা-কেন্দ্রিক বিশেষ নিরাপত্তা ও পশুর হাট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত: সভায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন উপলক্ষে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে ঈদ-জামাতকে কেন্দ্র করে অতীতে কিছু এলাকায় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি উদ্ভবের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ জামাতস্থলগুলোতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বিত প্রস্তুতি জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। একই সঙ্গে ঈদকে কেন্দ্র করে পশুর হাট, বিপণিবিতান, পর্যটন এলাকা ও অন্যান্য জনসমাগমস্থলে নজরদারি বৃদ্ধি এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের বিষয়েও সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচনা হয়। সভায় কোরবানিকে কেন্দ্র করে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহকৃত লবণ চাহিদাভিত্তিকভাবে যথাযথ স্থানে পৌঁছে দেওয়া এবং উপজেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু ও কার্যকর বণ্টন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পাশাপাশি কাঁচা চামড়া যথাসময়ে সংগ্রহ, সঠিকভাবে লবণায়ন ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বে চামড়া ঢাকায় পরিবহন বন্ধে প্রয়োজনীয় চেকপোস্ট স্থাপনের বিষয়েও আলোচনা হয়। গরুর হাটে জাল নোট শনাক্তকরণ ব্যবস্থা সক্রিয় রাখা এবং পশুবাহী যানবাহনের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। এছাড়া কোরবানি-পরবর্তী বর্জ্য দ্রুত অপসারণে	**১১.১:** পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে পশুর হাট, ঈদ-জামাত, বিপণিবিতান ও জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ৩. অধিনায়ক, র‍্যাব-৯, সিলেট
	১১.২: পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে বিপণিবিতানগুলোতে অতিরিক্ত আলোকসজ্জা পরিহার করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)
	১১.৩: পশুর হাটে জাল নোট শনাক্তকরণ মেশিন স্থাপন এবং পশুবাহী যানবাহনের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ৩. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট
	১১.৪: সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহকৃত লবণ চাহিদাভিত্তিক উপজেলা পর্যায়ে ইউএনও মহোদয়গণের তত্ত্বাবধানে যথাযথ বণ্টন এবং প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)
	১১.৫: কাঁচা চামড়া সঠিকভাবে সংগ্রহ, লবণায়ন ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণে নিয়মিত পরিদর্শন এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বে চামড়া ঢাকায় পরিবহন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)

<table>
<tr>
<td rowspan="3">সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বিত কার্যক্রম আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা সভায় উল্লেখ করা হয়। সরকারি নির্দেশনার আলোকে ঈদকে কেন্দ্র করে শপিংমল ও বিপণিবিতানে অতিরিক্ত আলোকসজ্জা পরিহারের বিষয়েও আলোচনা হয় এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও সার্বিক নিরাপত্তা বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়। সর্বোপরি, ঈদ-জামাত, পশুর হাট, বিপণিবিতান ও পর্যটন এলাকায় সার্বিক নিরাপত্তা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা জোরদারের ওপর সভায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটিকালীন সিলেট বিভাগের বিভিন্ন পর্যটন স্পটে পর্যটকদের আগমন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এ সময় পর্যটকদের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করতে পর্যটনকেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন, সার্বক্ষণিক নজরদারি জোরদার, যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং জনসমাগম ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি পর্যটন এলাকায় চুরি, ছিনতাই, হয়রানি ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশনা প্রদানের বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়।

এছাড়া সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ঈদ-পরবর্তী সময়ে স্থানীয় পর্যায়ে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে গোষ্ঠীগত বিরোধ, সংঘাত ও সহিংস ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন, কমিউনিটি পুলিশিং, সামাজিক সংগঠন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিশেষ করে পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রাখা, গুজব ও উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা এবং বিরোধ দেখা দিলে তা দ্রুত স্থানীয়ভাবে সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়।</td>
<td>১১.৬: কোরবানি-পরবর্তী বর্জ্য দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে।</td>
<td>১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট
২. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)</td>
</tr>
<tr>
<td>১১.৭: পবিত্র ঈদুল আযহার ছুটিকালীন সিলেট বিভাগের পর্যটন স্পটগুলোতে আগত পর্যটকদের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ, যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট
২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট
৩. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)</td>
</tr>
<tr>
<td>১১.৮: ঈদ-পরবর্তী সময়ে স্থানীয় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব ও হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন, কমিউনিটি পুলিশিং, সামাজিক সংগঠন ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট
২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট
৩. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ)</td>
</tr>
<tr>
<td>১২. বিবিধ:
সভায় উল্লেখ করা হয় যে, গৃহকর্মীদের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে এমন অপরাধ প্রতিরোধে প্রত্যেক গৃহকর্মীর ছবিসহ পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ প্রণয়নের কার্যক্রম গত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও</td>
<td>১২.১: মহানগরীর গৃহকর্মীদের ছবিসহ পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।</td>
<td>১. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট
২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট</td>
</tr>
</table>

সুসংগঠিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার-ইন-চার্জগণের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, নির্ধারিত ফরম্যাটে তথ্য সংরক্ষণ এবং একটি সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় আরও অবহিত করা হয় যে, সম্প্রতি দেশের একটি হাসপাতালে কর্মরত এক চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে দেশব্যাপী উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ঈদকালীন ছুটির সময় হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা তুলনামূলক কম থাকায় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে বলে সভায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সিলেট বিভাগের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল হাসপাতালে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি বৃদ্ধি এবং চিকিৎসা সেবার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া সিলেট কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় স্থাপিত একাধিক সিসি ক্যামেরা দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় থাকায় সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ঈদকে কেন্দ্র করে যাত্রী ও জনসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে টার্মিনাল এলাকার সকল সিসি ক্যামেরা ঈদের পূর্বেই সচল করার জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	**১২.২:** সিলেট বিভাগের সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, বিশেষত ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ের চিকিৎসাকেন্দ্রসমূহে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **১২.৩:** আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহার পূর্বেই সিলেট কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকার অকার্যকর সিসি ক্যামেরাগুলো কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট ২. পুলিশ কমিশনার, এসএমপি, সিলেট ৩. জেলা প্রশাসক (সকল, সিলেট বিভাগ) ৪. পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিলেট বিভাগ, সিলেট ১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট

০৪। সভায় উপস্থিত সম্মানিত ডিআইজি, সিলেট রেঞ্জ তার বক্তব্যে আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহাকে কেন্দ্র করে পশুর হাট ও পশুবাহী যানবাহনের নিরাপত্তা, জাল নোট শনাক্তকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সমন্বয়ে মেশিন স্থাপন, পর্যটন এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ, ট্রান্সফরমার চুরি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং হাইওয়েতে সিসিটিভি স্থাপনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি জৈন্তাপুরে সম্প্রতি সংঘটিত একটি স্পর্শকাতর ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে সমন্বিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

০৫। অতঃপর সভাপতি সমাপনী বক্তব্যে পবিত্র ঈদুল আযহাকে কেন্দ্র করে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা, যানজট নিরসন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ এবং হাইওয়ে পুলিশের সমন্বয়ে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ হতে সিসিটিভি স্থাপনের প্রতিশ্রুত কার্যক্রম ঈদের পূর্বেই সম্পন্নকরণ এবং পবিত্র ঈদুল আযহা সংশ্লিষ্ট সকল আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুষ্ঠু, নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ঈদ উদ্‌যাপন নিশ্চিত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

০৬। সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সংযুক্তিসমূহঃ

(১) উপস্থিতি তালিকা (পরিশিষ্ট-ক)
(২) পরিশিষ্ট-খ
(৩) পরিশিষ্ট-গ

০৫-০৬-২০২৬
মোঃ মশিউর রহমান
কমিশনার
ফোন : ০২৯৯৬৬৪৩২৬৬
ইমেইল : divcomsylhet@mopa.gov.bd

তারিখ: ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
০৫ জুন ২০২৬

নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০০.০০৮.০৬.০০০১.২৫.২৩৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
৪। জিওসি (এরিয়া কমান্ডার), ১৭ পদাতিক ডিভিশন, সিলেট সেনানিবাস।
৫। উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট।
৬। পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট।
৭। কর্নেল স্টাফ, ১৭ পদাতিক ডিভিশন, সিলেট সেনানিবাস।
৮। কর্নেল জিএস, ডিজিএফআই, সিলেট।
৯। সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, সিলেট।
১০। সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট।
১২। উপমহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, সিলেট রেঞ্জ, সিলেট।
১৩। পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিলেট বিভাগ, সিলেট।
১৪। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।
১৫। অধিনায়ক, র‌্যাব-৯, সিলেট।
১৬। পুলিশ সুপার, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার।
১৭। পুলিশ সুপার, হাইওয়ে পুলিশ, সিলেট রেঞ্জ।
১৮। উপ-পুলিশ কমিশনার (সিটিএসবি), এসএমপি, সিলেট।
১৯। অতিরিক্ত পরিচালক, এনএসআই, সিলেট।
২০। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক জোন, সিলেট।
২১। অধ্যক্ষ, এমসি কলেজ, সিলেট।
২২। অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, সিলেট।
২৩। পরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, সিলেট।
২৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।
২৫। পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।
২৬। মেয়র, সুনামগঞ্জ সদর পৌরসভা, সুনামগঞ্জ।
২৭। উপপরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।
২৮। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, সিলেট।
২৯। উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৩০। উপপরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ, সিলেট বিভাগ, সিলেট।

৩১। উপপরিচালক, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, সিলেট।
৩২। মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিনিধি।
৩৩। সভাপতি, বার এসোসিয়েশন, সিলেট।
৩৪। সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সিলেট।
৩৫। সভাপতি, সিলেট প্রেস ক্লাব, সিলেট।
৩৬। সভাপতি, সিলেট জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ মাইক্রোবাস মালিক সমিতি, সিলেট।
৩৭। সভাপতি, সিলেট জেলা বাস মিনিবাস কোচ মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, সিলেট।
৩৮। সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট (কার্যবিবরণী ওয়েব পোর্টালে আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।

০৫-০৬-২০২৬
মোঃ মশিউর রহমান
কমিশনার